[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [

গাংনীতে আগ্নেয়াস্ত্রসহ মুকুল আটক

এক রাউন্ড গুলি, একটি ম্যাগজিন ও বিদেশী পিস্তলসহ বহুল আলোচিত সাহারবাটি গ্রামের মুকুল হোসেনকে গ্রেফতার করেছে র্যাব-৬ গাংনী ক্যাম্পের একটি টীম।

গ্রেফতারকৃত মুকুল হোসেন গাংনী উপজেলার সাহারবাটি গ্রামের চারচারা পাড়া এলাকার নেক মহম্মদের ছেলে।

বুধবার (১০ নভেম্বর) বিকালে সাহারবাটি-গাংনী রোডের ইবাদৎখানা এলাকা থেকে মুকুল হোসেনকে গ্রেফতার করে র্যাবের একটি দল।

এসময় তার কাছ থেকে এক রাউন্ড গুলি, একটি ম্যাগজিন, একটি বিদেশী পিস্তল, নগদ ৬ হাজার ১৬০ টাকা ও একটি বাটন মোবাইল ফোন উদ্ধার করা হয়।

র্যাব-৬ গাংনী ক্যাম্পের কমান্ডার এএসপি তারিক আমান বান্না জানান, মুকুল হোসেন পিস্তুল নিয়ে গাংনীর দিকে আসছেন এমন সংবাদের ভিত্তিতে সাহারবাটি গ্রামের সন্নিকটে ইবাদৎখানা এলাকায় অবস্থান নেয় র্যাবের একটি টিম। র্যাবের উপস্থিতি টের পেয়ে মুকুল পালানোর চেষ্টা করে। পরে তাকে আটক করতে সক্ষম হয় র্যাবের টিমটি। তার দেহ তল্লাশী করে আগ্নেয়াস্ত্র, গুলি ভর্তি ম্যাগজিন নগদ টাকা ও একটি মোবাইল ফোন উদ্ধার করা হয়। তাকে প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদ শেষে আগ্নেয়াস্ত্র আইনে মামলা দিয়ে রাতে গাংনী থানায় সোপর্দ করা হয়েছে।

স্থানীয়রা জানান, মুকুল হোসেন বর্তমানে একজন সুদ ও দাদন কারবারী। এক সময় সে র্যাবের দালাল পরিচয় দিয়ে নানাভাবে এলাকার নিরীহ মানুষ জনকে হয়রানী করতো। সেই বহুল আলোচিত মুকুল হোসেন আজ র্যাবের হাতে আগ্নেয়াস্ত্রসহ আটক হওয়ার খবরে এলাকায় চরম আলোচনা শুরু হয়েছে।

শৈলকুপায় নিখোঁজের ১০ দিন পর মিলল কৃষকের মরদেহ

ঝিনাইদহের শৈলকুপায় দশ দিন আগে নিখোঁজ মিজানুর রাহমান নামের এক কৃষকের মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ । আজ বুধবার সকাল ৯টার দিকে উপজেলার যুগিপাড়া গ্রামের একটি মেহগনি বাগান থেকে মরদেহ উদ্ধার করা হয়।

মৃত মিজানুর রহমান মিঠু (৫০) ওই গ্রামর আজব আলি বিশ্বাসের ছেলে। শৈলকুপা থানার অফিসার ইনচার্জ রফিকুল ইসলাম জানান, গত ১ নভেম্বর রাতের খাবার খেয়ে ৯টার দিকে বাড়ি থেকে বের হয়ে আর ফেরেননি মিজানুর। এরপর পরিবারের লোকজন অনেক খোঁজাখুজি করে ও তার কোনো সন্ধান না পেয়ে গত ৪ নভেম্বর থানায় সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করেন। বূধবার সকালে গ্রাম বাসী বাড়ির পাশের মেহগনি বাগানে মিজানুরের মরদেহ পড়ে থাকতে দেখে থানায় খবর দিলে পুলিশ গিয়ে উদ্ধার করে। নিহত মিজানুর রহমান কৃষি কাজে পাশাপাশি বিয়ের ঘটকালী করতেন। স্থানীয়দের ধারনা ঘটকালীকে কেন্দ্র করে এই গুম ও হত্যাকান্ড ঘটতে পারে। ঝিনাইদহ পুলিশের শৈলকুপা সার্কেল আবুল বাশার জানান, প্রাথমিক ভাবে ধারণা করা ষড়যন্ত্র মুলক ভাবে হত্যা কান্ড ঘটানো হয়েছে।

ঝিনাইদহে ইউপি নির্বাচনে আলোচনায় সাবেক ছাত্রলীগ নেতারা

আসন্ন ইউপি নির্বাচনে ঝিনাইদহে আলোচনায় এখন ছাত্রলীগের সাবেক নেতারা। বিশেষ করে তিন নেতার মুখচ্ছবি ভাসছে ইউনিয়নে ইউনিয়নে।

জেলা ছাত্রলীগের সংগঠনের নেতৃত্ব দেওয়া এই ৩ নেতাকে হেবিওয়েট প্রার্থী হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে। নেতৃত্ব তৈরিতে এবার ইউপি নির্বাচনে সাবেক ছাত্রলীগ নেতাদের প্রাধান্য দেওয়ার কথা দলীয় ফোরামে আলোচনায় রয়েছে।

সারাদেশে অনুপ্রবেশকারীদের ভীড়ে আশাজাগানিয়া হিসেবে দেখছেন জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের নেতৃবৃন্দ। ঝিনাইদহ জেলা ছাত্রলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও কেসি কলেজের সর্বশেষ জিএস আতিকুল হাসান মাসুম সদর উপজেলার ৬ নং গান্না ইউনিয়নে প্রার্থী হবেন বলে নিজেকে প্রস্তুত করছেন। দিন রাত এলাকায় পরিশ্রম করছেন। যাচ্ছেন ভোটারদের বাড়ি বাড়ি। জনসভা ও গনসংযোগের মাধ্যমে মাসুম গান্না ইউনিয়নে পরিচিতি লাভ করেছেন।

অবশ্য তার পারিবারিক ঐতিহ্য রয়েছে ইউনিয়নটিতে। জেলা ছাত্রলীগের সাবেক আহবায়ক যুবলীগ নেতা শফিকুল ইসলাম শিমুল ১০ নং বগুড়া ইউনিয়নে নির্বাচন করবেন বলে প্রস্তুত হচ্ছে। নেতৃত্বের দক্ষতা তাকে অনেক আগেই পরিচিত করেছে মানুষের কাতারে। জেলা যুবলীগের যুগ্ম সম্পাদক হিসেবে সামলাচ্ছেন অনেক দায়িত্ব। জেলা ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি শাকিল আহমেদ ১৩ নং উমেদপুর ইউনিয়নে ভোট করবেন বলে প্রচার শুরু করেছেন।

তারুন্য দীপ্ত নেতৃত্ব গড়তে তার কাতারে অনেকেই সামিল হচ্ছে। ৫নং কাচেরকোল ইউনিয়নে বর্তমান চেয়ারম্যান সালাউদ্দিন জোয়ার্দার মামুন ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক সাধারণ সম্পাদক আসন্ন নির্বাচনে কাঁচেরকোল ইউনিয়ন থেকে মননোয়ন চাচ্ছেন িএবেণী ইউনিয়ন পরিষদ থেকে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক এ্যাড- শামসুল ইসলাম তুহিন । জেলা ছাত্রলীগের সাবেক নেতা শাহাবুদ্দিন সাবুসহ শৈলকুপা উপজেলা ছাত্রলীগের জাহিদুল ইসলাম জাহিদ, এনজিও কর্মী টিএ রাজু, মোস্তাফিজুর রহমান মোস্তাক, জুলফিকার আলী কায়সার টিপু ও মোস্তফা হোসেন।

হরিণাকুন্ডুু উপজেলার ৩ নং তাহেরহুদা ইউয়নিয়নে নৌকার মনোনয়ন চান ফিরোজ সালাউদ্দিন। তিনি ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের নেতা ছিলেন। দৌলতপুর ইউনিয়নে মনোনয়ন চান মাজেদুল হক তিনি জেলা ছাত্রলীগের অর্থ বিষয়ক সম্পাদক ছিলেন, হরিণাকুন্ডু উপজেলা ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি রফিকুল ইসলাম দৌলতপুর ইউনিয়ন থেকে দলীয় মনোনয়ন চাচ্ছেন। উপজেলার ফলসি ইউনিয়নে মনোনয়ন চাচ্ছেন উপজেলা ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি রাজু এবং জেলা ছাত্রলীগের সহসভাপতি

রাসেল হোসেন। ঝিনাইদহ সদর উপজেলার ১৫ নং কালীচরণপুর ইউনিয়নে মনোনয়ন চাচ্ছেন ঝিনাইদহ পৌর ছাত্রলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক জাহাঙ্গীর হোসাইন।

এছাড়াও সদর উপজেলায় অনেকেই রয়েছেন যারা ইউনিয়ন পর্যায়ে ছাত্রলীগ করেছেন। ঝিনাইদহ জেলা আওয়ামী লীগের বর্তমান সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক দুজনেই ছাত্রলীগ থেকে উঠে আসা। বর্তমানে জেলা আওয়ামী লীগের বয়স্ক জ্যেষ্ঠ নেতারা বয়সের ভারে শারীরিক সমস্যায় ভুগছেন। দক্ষ নেতৃত্ব তৈরী ও দলের প্রতি আনুগত্য বজায় রাখতে হলে সাবেক ছাত্রলীগ নেতাদের মুল্যায়ন এখন জরুরী বলেও অনেকে মনে করেন। ঝিনাইদহ জেলা ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি বর্তমান জেলা আওয়ামী লীগের সহভাপতি তৈয়ব আলী জোয়ার্দার বলেন, ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের পর ও ২০০১ সাল পরবর্তী ছাত্রলীগের রাজনীতি খুব কঠিন ছিল। এই দুই সময়ে যারা ছাত্রলীগ করেছে তাদের জিয়া, এরশাদ ও বিএনপি সরকারের নির্যাতন ও মিথ্যা মামলা সহ্য করতে হয়েছে।

এখন জেলা আওয়ামী লীগের অনেক নেতা প্রবীণ হয়েছেন ছাত্রলীগ থেকে আসা পরীক্ষিতদের আওয়ামী লীগে নিয়ে আসতে হবে। জনপ্রতিনিধি তৈরি করতে হবে। ঝিনাইদহ জেলা ছাত্রলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও কেসি কলেজের জিএস আতিকুল হাসান মাসুম বলেন, এখন অনেকেই সোনার চামচ মুখে দিয়ে ছাত্রলীগ করছেন। আমরা ক্ষমতার মুখ দেখতে পারিনি। ২০০১ সালের পরে জেলায় যেখানেই খুন-খারাপি হোক আমরা আসামি হয়েছি। জেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের সভাপতি আহাদুর রহমান খোকন বলেন, ১৫ আগস্টের পর আওয়ামী লীগ, ছাত্রলীগের নাম বললেই অত্যাচার করা হতো। ১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসলেও ঝিনাইদহে আওয়ামী লীগের পরাজয় হয়।

ঝিনাইদহে আওয়ামী লীগের প্রথম বিজয় ছিল সরকারি কেসি কলেজের ছাত্র সংসদ নির্বাচনে। এখন সময় এসেছে পরীক্ষিত নেতাদের মুল্যায়ন করা। জেলা ছাত্রলীগের সাবেক আহবায়ক ও কেসি কলেজের এজিএস শফিকুল ইসলাম শিমুল বলেন, প্রধানমন্ত্রীর কাছে দাবী ইউপি নির্বাচনে কোন অনুপ্রবেশকারী, সরকারী অনুদান বিক্রয়কারী, আওয়ামী লীগ ও সংখ্যালঘু নির্যাতনকারী যেন নৌকার মনোনয়ন না পায়।

মেহেরপুরে ৯ ইউনিয়নে ভোট গ্রহণের সরঞ্জামাদি বিতরণ

মেহেরপুরের দ্বিতীয় ধাপে ইউপি নির্বাচনে ভোট গ্রহণের সকল সরঞ্জামাদি বিতরণ করেছে মেহেরপুর জেলা নির্বাচন অফিস। আজ বুধবার সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত এসব সরঞ্জামাদি বিতরণ করা হয়।

মেহেরপুর জেলা নির্বাচন অফিসার মুহাম্মদ আবু আনসার জানায়, মুজিবনগর উপজেলার ৪ টি ও গাংনী উপজেলায় ৫টি ইউনিয়নে ভোট গ্রহণ করা হবে ১১ নভেম্বর বৃহস্পতিবার। সে অনুযায়ি প্রিজাইডিং অফিসার, পোলিং অফিসার এবং প্রয়োজনীয় সংখ্যক আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্য নিয়োগ করা হয়েছে।
মুজিবনগর উপজেলার মোট ৪০টি ভোট কেন্দ্রে বুথ হবে ২৪০ টি। চারটি ইউনিয়নে পুরুষ ৩৯ হাজার ৯১৩জন এবং মহিলা ভোটার রয়েছে ৪০ হাজার ৫৪২জন।
গাংনী উপজেলার ৫টি ইউনিয়নে কেন্দ্র হবে ৪৭টি।প্রতিকেদ্ ্ের পুলিশ চারজন, আনসান ১৭জন এবং প্রতি ইউনিয়নে একজন করে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট থাকবেন।

গাংনীতে ইউপি নির্বাচন বিষয়ে পুলিশ সুপারের ব্রিফিং

মেহেরপুরের গাংনীর ৫টি ইউপি নির্বাচনে সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ ভাবে দায়িত্ব পালনের লক্ষ্যে ব্রিফিং করেছে মেহেরপুরের গাংনী থানা পুলিশ। আজ বুধবার বেলা ১১ টার দিকে গাংনী থানা চত্ত্বরে এ ব্রিফিং অনুষ্ঠিত হয়।

মেহেরপুর পুলিশ সুপার রাফিউল আলমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন গাংনী থানার ওসি বজলুর রহমান। অনুষ্ঠানে আরো

বক্তব্য রাখেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার জামিরুল ইসলাম, জেলা আনসার ও ভিডিপি কমান্ডার রাকিবুল ইসলাম।

পুলিশ সুপার সকল সদস্যদেরকে সঠিকভাবে দায়িত্ব পালনের ব্যাপারে সজাগ করেন ও দিক নির্দেনা দেন।

উল্লেখ্য, গাংনী উপজেলার কাথুলি, তেতুঁলবাড়িয়া, সাহারবাটি, বামন্দী ও মটমুড়া ইউপি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে বৃহষ্পতিবার।

তেতুলবাঁড়ীয়া ইউপির বিদ্রোহী প্রার্থী নাজমুল হুদা বহিষ্কার

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার তেতুলবাড়ীয়া ইউপিতে আওয়ামী লীগের বিদ্রোহী প্রার্থী হওয়ায় নাজমুল হুদাকে বহিস্কার করেছে দল।

পরপর দুই বার দলীয় বিরোধী হয়ে ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে অংশ নিয়ে শৃঙ্খলা ভঙ্গ করার অপরাধে উপজেলা আওয়ামী লীগ থেকে নাজমুল হুদাকে বহিস্কার করা হয়েছে।

বহিস্কৃত নাজমুল হুদা গাংনী উপজেলা আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও জেলা আওয়ামী লীগের সদস্য।

গত ৮ নভেম্বর উপজেলা আওয়ামী লীগ সভাপতি সাহিদুজ্জামান এমপি ও সাধারণ সম্পাদক গোলাম মোস্তফা সাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানা গেছে।

উল্লেখ্য, আগামীকাল বৃহস্পতিবার ১১ নভেম্বর ২য় ধাপে মেহেরেপুরের ৯টি ইউপিতে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। তার মধ্যে গাংনী উপজেলার তেতুলবাড়ীয় ইউপি রয়েছে। ওই ইউপি নির্বাচনে পরপর দুই বার দলের বিদ্রোহী তিনি নির্বাচনে অংশ নিচ্ছেন।

আলমডাঙ্গায় দুই বান্ধবীকে ধর্ষণের অভিযোগে দুই বন্ধুর বিরুদ্ধে মামলা

আলমডাঙ্গা উপজেলায় দুই বান্ধবীকে তুলে নিয়ে ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে। দুই বান্ধবী আলমডাঙ্গা উপজেলার একটি মাদরাসার সপ্তম শ্রেণির ছাত্রী। গতকাল মঙ্গলবার সকালে অভিযুক্ত ধর্ষণকারী দুই বন্ধু আশিক ও নিশানের বিরুদ্ধে আলমডাঙ্গা থানায় এজাহার দাখিল করেছে ধর্ষণের শিকার দুই বান্ধবী। এঘটনায় কাউকে এখনো গ্রেফতার করতে পারেনি পুলিশ।
পুলিশ জানায়, আলমডাঙ্গা উপজেলার ওসমানপুর গ্রামের ইয়াকিন আলীর ছেলে আশিক (১৭) ও তার বন্ধু একই গ্রামের আনারুল ইসলামের ছেলে নিশান (১৭) দুই বান্ধবীর সাথে পরিচয় হয় মাস চারেক আগে। সেই থেকে তাদের মধ্যে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। গত রোববার (৭ নভেম্বর) রাত ৮টার দিকে নিশান মোবাইলে ডাক দেয় দুই বান্ধবীকে। তারা বাড়ির বাইরে বের হলে নিশান মোটরসাইকেলে তুলে নিয়ে যায় উপজেলার হারদী মাঠের নির্জন বাশ বাগানে।
সেখানে আগে থেকেই অবস্থান করছিলো নিশানের বন্ধু আশিক। তারা দুই বন্ধু বিয়ের মিথ্যে আশ্বাস দিয়ে তাদের নিজ নিজ প্রেমিকাকে উপর্যুপরি ধর্ষণ করে।
পরে গভীর রাতে নিশান ধর্ষণের শিকার দুই বান্ধবীকে মোটরসাইকেলযোগে বাড়ির কাছাকাছি পৌঁছে দিয়ে দ্রুত সটকে পড়ে। মঙ্গলবার সকালে দুই বান্ধবী আলমডাঙ্গা থানায় তাদের নিজ নিজ প্রেমিকের নামে ধর্ষণ মামলা দায়ের করে। পরে পুলিশ ডাক্তারি পরিক্ষার জন্য চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে পাঠায় তাদের। এদিকে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালের আবাসিক মেডিক্যাল অফিসার (আরএমও) ডা. এএসএম ফাতেহ আকরাম বলেন, মঙ্গলবার দুপুরে দুই ভিকটিমের ধর্ষণের আলামত সংগ্রহ করা হয়েছে। বুধবার বয়স নির্ধারণের জন্য পরিক্ষা- নিরিক্ষার করা হবে।
আলমডাঙ্গা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাইফুল ইসলাম বলেন, দুই বন্ধু তাদের দুই প্রেমিকাকে তুলে নিয়ে ধর্ষণ করেছে। তারা

চারজনই অপ্রাপ্ত বয়স্ক। মঙ্গলবার সকালে ধর্ষণের শিকার দুই বান্ধবীর আলমডাঙ্গা থানায় একটি ধর্ষণ মামলা করেছে। ডাক্তারি পরিক্ষার জন্য চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। আসামীদের গ্রেফতারে অভিযান অব্যাহত রয়েছে।

গাংনীতে দুই ভাই খুনের ঘটনায় আতিয়ার রহমানসহ ৬৬ জনকে আসামি করে মামলা

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার কাথুলী ইউনিয়নের লক্ষিনারায়ণপুর ধলা গ্রামের জোড়া খুনের ঘটনায় সদস্য প্রার্থী ও উপজেলা কৃষকলীগের সাধারণ সম্পাদক আতিয়ার রহমানকে কে প্রধান করে মামলা দায়ের করা হয়েছে। মামলায় ৬৬ জনকে আসামি করা হয়েছে।

নিহতের ভাই বেল্টু মিয়া বাদী হয়ে মঙ্গলবার দিবাগত রাতে দেড়টার দিকে মামলাটি দায়ের করেন।

গাংনী থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) বজলুর রহমান এ তথ্য নিশ্চিত করে জানান, আসামীদের গ্রেফতারে জোর প্রচেষ্টা চলছে। গ্রেফতার এড়াতে প্রধান আসামী আতিয়ার রহমানসহ সবাই গা ঢাকা দিয়েছেন।

গত ৮ নভেম্বর রোববার সকালের দিকে কাথুলি ইউনিয়নের ৭ নং ওয়ার্ডের মেম্বর প্রার্থী আজমাইন হোসেন টুটুল পশ্চিমপাড়া এলাকায় ভোট চাইতে যান। ফিরে আসার সময় প্রতিপক্ষ মেম্বর প্রার্থী আতিয়ার রহমানসহ তার ভাই মহব্বত আলীর নেতৃত্বে আরও কয়েকজন তাকে ধরে নিয়ে মাঠের মধ্যে নিয়ে যাচ্ছিল। এসময় তারা আজমাইন হোসেন টুটুলকে কুপিয়ে মারাত্বক আহত করেন।

খবর পেয়ে টুটুলের মামাত ভাই সাহাদুল ইসলাম ও জাহারুল ইসলাম তাকে বাঁচাতে ছুটে যায়। সেখানেই জাহারুল ইসলাম ও সাহাদুল ইসলামকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে আহত করে। তাদের উদ্ধার করতে গেলে আরো ১৫/২০ জনকে তারা ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে আহত করে।

আতিয়ার রহমানের নেতৃত্বে নিহতদের অপর ভাই এনামুল ইসলাম নইলুকে ২০১৭ সালের ১৭ জুলাই মাইলমারী গ্রামের রাস্তার উপর রামদা দিয়ে কুপিয়ে হত্যা করে। এছাড়া ২০০৯ সালে অপর ভাই সেন্টু হোসেনকে শালিস বৈঠক চলাকালে কুপিয়ে হত্যা করে। মেম্বর প্রার্থী হলে আজমাইন হোসেন টুটুলকে ও হত্যা করার আগাম হুমকী দিয়েছিলে আতিয়ার রহমান।

উল্লেখ্য, দ্বিতীয় ধাপে আগামীকাল বৃস্পতিবার গাংনী উপজেলার ৫ টি ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। কাথুলি ইউনিয়নের ৭ নং ওয়ার্ড লক্ষিনারায়নপুর ধলা গ্রামে বর্তমান সদস্য আজমাইন হোসেন টুটুল ও সাবেক সদস্য আতিয়ার রহমান প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। তফসিল ঘোষনার পর থেকেই গ্রামের মধ্যে তীব্র উত্তেজনা বিরাজ করছিল। আতিয়ার রহমান প্রতিপক্ষ টুটুলকে হত্যা করারও ঘোষণা দিয়ে আসছিলেন বলে অভিযোগ করেছেন টুটুলের পক্ষের লোকজন। সাহাদুল ও জাহারুল জোড়া খুনের ঘটনার মধ্যে দিয়ে সমাপ্ত হলো সে হুমকী।

মেহেরপুরে তুচ্ছ ঘটনায় এক যুবককে ছুরিকাঘাত

মেহেরপুরে তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজিব নামের এক যুবককে ছুরিকাঘাত করে মারাত্বক জখম করা হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার সন্ধ্যার দিকে মেহেরপুর শহরের পুরাতন কাজী অফিস পাড়ায় এ হামলার ঘটনা ঘটে। আহত রাজিব মেহেরপুর শহরের পুরাতন কাজী অফিস পাড়ার সোহরাব উদ্দিনের ছেলে।

এ ঘটনায় হামলাকারী সাব্বির নামের এক যুবক এলাকাবাসীর হামলায় আহত হয়েছে। সাব্বির মেহেরপুর শহরের পুরাতন পোস্ট অফিস পাড়ার মিজানুর রহমানের ছেলে। আহত দুই জনকে মেহেরপুর ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

জানা গেছে, এ ঘটনার পূর্বে মেহেরপুর শহরের বড় বাজার এলাকায় রাজিবের সাথে মিজানুর রহমান নামের এক ব্যক্তির মধ্যে মোটরসাইকেলে ধাক্কা লাগাকে কেন্দ্র করে কথা কাটাকাটি হয়।

ওই ঘটনার পরপরই সাব্বির এর নেতৃত্বে একদল যুবক কাজী অফিস পাড়ায় রাজীবের উপর হামলা চালায়। এসময় রাজিবের পেটে ও পিঠে ছুরিকাঘাত ও মারধর করে তাকে মারাত্মক জখম করে।

এর পরপরই বিক্ষুব্ধ এলাকাবাসী সাব্বির ও তার দলবলের উপর হামলা চালালে সাব্বির আহত হয় এবং অন্যরা পালিয়ে যায়।